মজার স্মৃতি

ছয়টি মজার ঘটনা

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

আমার দু'চোখ ভরা স্বপ্ন, ও দেশ তোমার ই জন্য ॥

welcome to the largest online entertainment portal of Bangladesh

www.ShopNil.com

A big collection of Bangla mp3s (10000 plus),Bangla Golpo,Forum,Newspapers Live TV,Movies,Games,Education,Tourism and Immigration informations etc.
Join our live online programs and live fun everyday

we request you to join our text and voice chat

Visit our site right now and enjoy every moments of your online hours.

ছেলেবেলার একটা মজার ঘটনা

মনে হচ্ছে এটা আগে কখনো বলে ফেলেছি। তবুও আবার বলি। আমরা তখন কুমিল্লা থাকি - এক একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঠিক করা হলো প্রভাতফেরি করে শহীদ মিনারে গিয়ে ফুল দেওয়া হবে। সমস্যা হচ্ছে এত ভোরে কেউ ঘুম থেকে উঠতে পারবে না। তাই পাশের বাড়ির কয়েকজন বাচ্চা দায়িত্ব নিল যে, তারা সকালে এসে ঘুম থেকে তুলবে। দোতলা বাসা, আমরা দোতলায় থাকি। আমি বাচ্চাদের বললাম, পায়ে দড়ি বেঁধে জানালা দিয়ে ঝুলিয়ে দেব। তোমরা দড়ি ধরে টানতেই ঘুম ভেঙে যাবে।

ঘুমানোর সময় জানালায় একটা বালিশ রেখে সেটার সঙ্গে দড়ি বেঁধে দড়ি ঝুলিয়ে দিলাম! যথাসময়ে শেষ রাতে পাশের বাড়ির বাচ্চারা আমাকে ঘুম থেকে তুলতে এসেছে। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দড়ি বের করে যেই দড়ি ধরে টান দিয়েছে, দোতলার জানালা থেকে বালিশ এসে পড়েছে তাদের মাথায়। ভয়ে আতঙ্কে তাদের দাঁত কপাটি লাগার অবস্থা। তাদের ধারণা বেশি জোরে টান দিয়ে তারা জানালা দিয়ে টেনে আমাকেই নিচে ফেলে দিয়েছে!

আমেরিকার একটা মজার ঘটনা

গাড়ি করে যাচ্ছি, হঠাৎ করে দেখি রাস্তায় পানি জমেছে বলে পুলিশ রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে। সেই দেশে রাস্তা বন্ধ করলে পুলিশেরা সাধারণত কোন পথে যেতে হবে সেটা বলে দেয়, রাস্তাঘাটে সিগনাল থাকে। আজ সেরকম কিছু নেই। আমি কী করব বুঝতে না পেরে একটা গলিতে ঢুকে পড়লাম। গলিতে খানিকদূর গিয়ে ডানদিকে একটা রাস্তা পেয়ে সেটায় ঢুকে পড়লাম, সেটা দিয়ে খানিকদূর গিয়ে গেলাম বাম দিকে, লাভ হলো না বলে একটা মোড় ঘুরে আরো একটা রাস্তা নিলাম, কিছুদূর গিয়ে দেখি একেবারে অন্ধ গলি, রাস্তা সেখানেই শেষ। ডান-বাম সামনে-পেছনে কোথাও যাওয়ার রাস্তা নেই। কী করব বুঝতে না পেরে গাড়ি থেকে নেমে আমার চক্ষু চড়কগাছ। কোনদিকে যেতে হবে আমি জানি মনে করে আমার পিছু পিছু শ খানেক গাড়ি চলে এসেছে। পেছনে যতদূর দেখা যায় শুধু গাড়ি আর গাড়ি, বড় ছোট মাঝারি বাস-ট্রাক নিয়ে আমরা সেই অন্ধ গলিতে আটকা পড়ে গেছি!

নেহায়েত ভদ্রলোকের দেশ তাই সেদিন আমার পিটুনি খেতে হয়নি।

স্কুলজীবনের একটা মজার ঘটনা

এই গল্পটাও মনে হয় কোথাও বলে ফেলেছি! যাই হোক আবার বলা যাক - স্কুলের এক স্যার মোটামুটি পাষণ্ড প্রকৃতির। দরিদ্র শিক্ষক, একদিন তার কিছু টাকার দরকার হলো। আমাকে বললেন মাকে বলে তাকে সেই টাকা এনে দিতে পারব কি না। আমি এবং আমার বোন এক ক্লাসে পড়ি। বাসায় এসে আমার মাকে বললাম, মা টাকা দিলেন। কাজেই সেই পাষণ্ড স্যারকে আমি এবং আমার বোন ঋণের জালে আবদ্ধ করে ফেললাম। আমরা দুই ভাইবোন তখন ক্লাস ফোরে পড়ি। কিন্তু সেই বয়সেই ঝানু মহাজনের মতো স্যারকে

ব্ল্যাকমেইল করা শুরু করলাম। যেদিনই পড়া শেখা হতো না স্যারের হাতে মার খাবার সম্ভাবনা থাকত, ক্লাসের শুরুতে স্যারের কাছে গিয়ে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলতাম, স্যার, আমার মা আজকে বিশেষ করে বলেছেন টাকাটা ফেরত দিতে।

স্যার ফ্যাকাশে হয়ে যেতেন। কখনোই টাকা ফেরত দিতে পারতেন না, আমতা আমতা করে কৈফিয়ত দিতেন এবং অবধারিতভাবে আমাদের পড়া জিজ্ঞেস করতেন না, বরং সেই ক্লাসে আমাদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করতেন। স্যারের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেল যখন একটা স্বপ্ন দেখার অর্থসংক্রান্ত বই চেয়ে সেই বইটা হারিয়ে ফেললেন। আমরা বই এবং টাকা দুটি বিষয় নিয়েই তাকে ব্ল্যাকমেইলিং করে গেলাম।

দাম্পত্য জীবনের একটা মজার ঘটনা

বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন আমি হাত দেখতাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ছাত্রীরই হাত তখন দেখেছি। একজন আমাদের ক্লাসে পড়ে, নাম ইয়াসমীন হক। হাত দেখে বললাম, তোমার কোনো চিন্তা নেই, খুব বড়লোকের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে। সেই ইয়াসমীন হক আমেরিকাতে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করতে এসেছে। আমার টাকার টানাটানি, তার থেকে কিছু টাকাও ধার করেছি। হঠাৎ করে মাথায় একদিন বুদ্ধি খেলে গেল, বিয়ে করলে নিশ্চয়ই আর ধারের টাকা ফেরত চাইবে না! কাজেই একদিন বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ের প্রথম রাতে সাধারণত স্বামী-স্ত্রীতে অনেক মধুর বাক্যবিনিময় হয়। আমার সঙ্গে ইয়াসমীন হকের নিম্নরূপ বাক্যবিনিময় হয়েছিল :

ইয়াসমীন : কী মহাশয়? হাত দেখে বলেছিলেন বড়লোকের সঙ্গে বিয়ে হবে! এই হচ্ছে বড়লোকের নমুনা? আমার টাকা ধার করে আমাকে বিয়ে?

আমি : মানে ইয়ে-বলছিলাম কী, বড়লোক মানেই কি আর টাকা-পয়সার বড়লোক? হৃদয় দিয়েও বড়লোক হয়! (এটি এক বিন্দু বানানো নয় পুরোপুরি সত্যি ঘটনা!)

লেখালেখি নিয়ে একটা মজার ঘটনা

একজন অনেক দূর থেকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাস্তায় আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমি শুনেছি আপনি এখানে এসেছেন। সেটা শুনে সেই কতদূর থেকে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। এ রকম পরিবেশে মুখে যে রকম বিনয় ফোটানোর কথা আমি সে রকম বিনয় ফুটিয়ে ধরে আছি। ভদ্রলোক বললেন, আমি কী আপনার হাতটা একবার ছুঁয়ে দেখতে পারি? আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, নিন।

ভদ্রলোক আমার হাতটা টেনে নিজের বুকে চেপে ধরে আবেগ বিহ্বলিত হয়ে বলল, ইশ! আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না হুমায়ূন আহমেদের আপন ভাইয়ের হাতটা আমি ধরতে পেরেছি!

সন্তান-স্ত্রীকে নিয়ে একটা মজার ঘটনা

আমার স্ত্রী-পরিবারের কাছে কথা দিয়েছি, কখনোই আমাদের ব্যক্তিগত কথা পত্রপত্রিকায় বলব না - এবার কিছু বলে ফেলেছি। যদি সেজন্য আমি বিপদে পড়ি আপনারা উদ্ধার করবেন।

শেষ গল্পটা এ রকম - আমার ছেলে ছোট, মাত্র কথা শিখেছে। তাকে আদব-কায়দা শেখাচ্ছি। তাকে বললাম, যখন তোমাকে কেউ ডাকবে তখন ভদ্রতা করে বলবে, জ্বি। ছেলে মুখ গম্ভীর করে শুনল। কয়দিন পরে আমি তাকে ডেকেছি, সে শব্দটা ভুলে গেছে। আবছা আবছা তার মনে আছে, শব্দটা একটা ইংরেজি অক্ষর, তাই উত্তর দিল, এইচ!

A New Dream , A New Destination
www.shopnil.com
we request you to join our text and voice chat